এসো দ্বীন শিখি

ইছলাম ও ঈমানের প্রথম ভিত্তি আলাহ্‌র প্রতি ঈমান'র সঠিক রূপরেখা কি ?

আলাহ্‌র প্রতি ঈমান'র সঠিক রূপরেখা হলো, প্রথমত আলাহ্‌র প্রতি এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, যেহেতু একমাত্র আলাহ ﷾ মানবজাতিকে এবং জগতের সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সমগ্র জগতের একক সৃষ্টিকর্তা, নির্দেশ প্রদানকারী, জীবন ও মৃত্যু দানকারী, একক পালনকর্তা, জীবিকা প্রদানকারী এবং সমগ্র জগতের একক মালিক, পরিচালক ও ব্যবস্থাপক।

তিনি (আলাহ) তাঁর অনুগত বান্দাহ্‌গণকে প্রতিদান ও অবাধ্যদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। তিনি সর্বশক্তিমান। তাই তিনিই আলাহ তা'আলাই 'ইবাদতের একমাত্র যোগ্য ও হক্বদার, সত্য ও সত্যিকার মা'বুদ । আলাহ ﷾ ব্যতীত 'ইবাদতের যোগ্য ও সত্য উপাস্য আর কেউ নয়। আলাহ্ ﷾ জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই 'ইবাদত করার জন্যে এবং তাদেরকে তিনি এই নির্দেশই প্রদান করেছেন।

আলাহ্ جل وعلا ইরশাদ করেছেনঃ-

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين

অর্থাৎ:- আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার 'ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের নিকট হতে কোন জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমার আহার্য (খাদ্য) যোগাবে। আলাহ তা'আলাই তো রিয্‌ক্বদাতা সর্বশক্তিমান সুদৃঢ়।

(ছুরা আয্‌যারিয়া-ত, ৫৬-৫৭)

অন্য আয়াতে আলাহ্ ﷾ ইরশাদ করেছেনঃ-

يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ◻ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

অর্থাৎ:- হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের 'ইবাদত করো, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাতে আশা করা যায় তোমরা আলাহভিরুতা অর্জন করতে পারবে। যিনি (যে পবিত্র ও মহান সত্তা; আলাহ) তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তদ্দ্বারা তোমাদের জন্য জীবিকা স্বরূপ ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন। অতএব, তোমরা কাউকে আলাহ্‌র সমকক্ষ নির্ধারণ করো না। বস্তুত এসব তোমরা জানো। (ছুরা আল বাক্বারাহ, ২১-২২)

"আলাহ তা'আলাই একমাত্র সত্য ও সত্যিকার মা'বুদ এবং 'ইবাদতের প্রকৃত যোগ্য ও হক্বদার। আলাহ ﷾ ব্যতীত 'ইবাদতের যোগ্য ও সত্য উপাস্য আর কেউ নয়"। এই সত্যকে সুস্পষ্ট করে দেয়ার জন্যে, এর প্রতি উদাত্ত আহবান জানাতে এবং এর পরিপন্থি বিষয় থেকে সর্তক ও সাবধান করার করে দেয়ার জন্যে আলাহ্ ﷾ যুগে যুগে বহু নবী-রাছুল ((عليهم الصلاة والسلام পাঠিয়েছেন এবং কিতাব সমূহ নাযিল করেছেন।

আলাহ্ জালা ওয়া 'আলা ইরশাদ করেছেনঃ-

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

অর্থাৎ:- নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতির প্রতি রাছুল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা একমাত্র আলাহ্‌র 'ইবাদত করো এবং তাগুতদের থেকে দূরে থাক। (ছুরা আন্‌নাহ্‌ল- ৩৬)

আলাহ্ ﷾ আরো ইরশাদ করেছেনঃ-

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون

অর্থাৎ:- আপনার পূর্বে আমি যে রাছূলই প্রেরণ করেছি তাঁর প্রতি এ প্রত্যাদেশই (অহী) প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই 'ইবাদত করো। (ছুরা আল আম্বিয়া- ২৫)

অন্য আয়াতে আলাহ্ ﷾ ইরশাদ করেছেনঃ- وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.

অর্থাৎ:-তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তোমরা একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারও 'ইবাদত করো না। (ছুরা আল ইছরা- ২৩)

আয়াতে উলেখিত " 'ইবাদতের" প্রকৃত অর্থ হলোঃ- যাবতীয় 'ইবাদত খাঁটিভাবে একমাত্র আলাহ্‌র ﷾ জন্য নিবেদন করা এবং আলাহ্‌র সাথে কাউকে বা কোন কিছুকে শরীক (অংশীদার) না করা।

ক্বোরআনে কারীমের বেশিরভাগ আয়াত এই মহান মৌলিক নীতি (তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ বা 'ইবাদতে আলাহ্‌র একত্ব প্রতিষ্ঠা করা) সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে।

আলাহ্‌র প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত ও অবিচ্ছেদ্য আরেকটি বিষয় হলো- আলাহ্ ﷾ তাঁর বান্দাহ্‌দের উপর যে সব বিষয় ও কাজ পালন করা ফর্‌য বা আবশ্যকীয় করে দিয়েছেন, সেগুলোকে ফর্‌য তথা অবশ্য করণীয় বলে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা।

যেমন, ইছলামের পাঁচটি ভিত্তি বা রুক্ন যথা:- (১) এই ঘোষণা ও স্বাক্ষ্য প্রদান করা যে, আলাহ্ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই এবং মোহম্মাদ ৎ আল-াহ্‌র রাছুল। (২) সালাত ক্বায়েম করা। (৩) যাকাত প্রদান করা (৪) রামাযান মাসে রোযা পালন করা এবং (৫) বায়তুলাহ্ শরীফে পৌছার সামর্থ থাকলে হজ্জব্রত পালন করা । (উপরোক্ত রুক্নগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান রুক্ন হলো- এই ঘোষণা ও সাক্ষ্য প্রদান করা যে, "আলাহ্ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই এবং মোহম্মাদ (ৎ) আলাহ্‌র রাছুল") এছাড়াও ক্বোরআন ও ছুন্নাহ দ্বারা আরো যেসব বিষয় ফর্‌য-ওয়াজিব বলে প্রমাণিত সেগুলোকে ফর্‌য-ওয়াজিব বলে বিশ্বাস ও পালন করা।

এ বিশ্বাস পোষণও আলাহ্‌র ﷾ প্রতি ঈমানের অন্তর্ভূক্ত ও অপরিহার্য বিষয় যে, একমাত্র আলাহ ﷾ মানবজাতিকে এবং জগতের সকল কিছু সৃষ্টি

করেছেন। তিনিই সমগ্র জগতের একক সৃষ্টিকর্তা ও নির্দেশ প্রদানকারী। একমাত্র তিনিই তাদের জীবন ও মৃত্যু দানকারী, জীবিকা প্রদানকারী, তাদের প্রতি অনুগ্রহকারী, সমগ্র জগতের একক পালনকর্তা এবং সমগ্র জগতের একক মালিক, পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে স্বীয় জ্ঞান ও ক্বোদরত দ্বারা সমগ্র জগত পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী। তিনি জগতের প্রতিটি বস্তুর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত। তিনি ব্যতীত আর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই, নেই কোন রব, নেই কোন ইলাহ্ (উপাস্য)। তিনিই তাঁর বান্দাহ্গণের সার্বিক সংশোধনের জন্যে, তাদেরকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল ও কল্যাণের প্রতি আহ্বান জানানোর জন্যে নবী- রাছুলগণকে والسلام) (علیهم الصلاة প্রেরণ করেছেন এবং আছমানী কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন। এ স-ব বিষয়ে আলাহ্ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলার কোন শরীক বা অংশীদার নেই।

মোট কথা আলাহকে ﷾   তাঁর রুবূবিয়্যাতে অর্থাৎ তাঁর যাবতীয় কর্মে একক, অদ্বিতীয় ও অংশীদারমুক্ত বলে বিশ্বাস করা।

ক্বোরআনে কারীমে আলাহ্ ﷾ ইরশাদ করেছেনঃ -

الله خالق كل شئ وهو على كل شئ وكيل

অর্থাৎ:- আলাহ্ই প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সকল বস্তুর কর্মবিধায়ক {তত্বাবধানকারী}। (ছুরা আয্যুমার- ৬২)

আলাহ্ ﷾ আরো ইরশাদ করেছেনঃ-

إن ربكم الله الذی خلق السموات والأرض فی ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي اليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والأمر تبارك الله رب العلمين.

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক হলেন আলাহ্, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি 'আরশের উপর আসীন হয়েছেন। তিনি রাতকে দিনের উপর সমাচ্ছন্ন করে দেন, যাতে রাত দ্রুত গতিতে দিনের অনুসরণ করে চলে। আর তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও তারাকারাজি। সবই তার নির্দেশে পরিচালিত। জেনে রেখো, সৃষ্টি আর হুকুম প্রদানের মালিক তিনিই। চির মঙ্গলময় মহান আলাহ্, তিনিই সর্বজগতের পালনকর্তা। (ছুরা আল আ'রাফ- ৫৪)

আলাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত ও অপরিহার্য আরেকটি বিষয় হলো, ক্বোরআনে কারীমে এবং রাছুল ৎএর হাদীছে বর্ণিত আলাহ্র সর্বসুন্দর নামসমূহ ও তাঁর সুমহান গুণরাজির উপর কোনপ্রকার বিকৃতি, অস্বীকৃতি, আকার, গঠন, উপমা বা সাদৃশ্য আরোপ না করে কিংবা কোন সমতূল্য অথবা সমকক্ষ নির্ধারণ না করে ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্তে এগুলো যেভাবে বর্ণিত রয়েছে, বাহ্যিক মহান অর্থসহ হুবহু সেগুলোর উপর বিশ্বাস পোষণ করা।

কেননা আলাহ্ ﷾ ইরশাদ করেছেনঃ-

ليس كمثله شئ وهو السميع البصير

অর্থাৎ:-কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (ছুরা আশ্শুরা- ১১)

অন্য আয়াতে আলাহ্ ﷾ ইরশাদ করেছেনঃ-

فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لاتعلمون

অর্থাৎ:-সুতরাং তোমরা আলাহ্র কোন সদৃশ স্থির কর না, নিশ্চয়ই আলাহ্ জানেন এবং তোমরা জানো না। (ছুরা আন্নাহ্ল- ৭৪)